176

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার দুর্দশা ঘুচবে কি?

শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত— এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। সে জন্য বর্তমানে সব দেশে শিক্ষার উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে সরকারী মহল থেকে প্রায়ই বলা হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচীও গৃহীত হচ্ছে। "দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা"র ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে এ উদ্দেশ্যে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী চালু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নারী শিক্ষায় উন্নয়নের প্রতিও সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। গত ১৮ মে দৈনিক জনকণ্ঠে এ বছর ৮ লাখ স্কুল ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হবে— এ মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এ সংবাদে বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৪ সাল থেকে দু'হাজার সাল পর্যন্ত ৭ বছর মেয়াদী এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে সাড়ে ১২শ' কোটি টাকা। চলতি সালে দেশের মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত প্রায় ৮ লাখ ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। দেশের নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশে ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে এই বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের এ যাবত গৃহীত কর্মসূচীগুলোকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। নারীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত না হলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নও আশা করা যায় না। আমাদের হয়েছে তেমনি অবস্থা। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত যত কর্মসূচীই গ্রহণ করা হোক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন খাতাপত্রের গণ্ডীর বাইরে বাস্তবে কিছু অগ্রগতি লাভ করেছে এমন কোন নিদর্শন নেই। বরং হয়েছে তার উল্টো। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলোই তার প্রমাণ। গত ২০ মে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত "বর্ষাকালে ৪০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া হয় না" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে, বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগের সাম্প্রতিক এক পরিদর্শন প্রতিবেদনে। এতে আরও বলা হয়েছে, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই। এতে আরও বলা হয়েছে, মোট ৭৬৩ কোটি ৬৬ লাখ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এই প্রকল্পটি আগামী জুনে শেষ হবার কথা। গত মার্চ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৪০ শতাংশ আর বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩৮ শতাংশ। ফলে নির্ধারিত সময়ে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। "দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি টাস্ক ফোর্স ও একটি প্ল্যান অব অ্যাকশন তৈরি করা হয়। এতে কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সুপারিশ করা হয় ৩৩ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল নির্মাণ ও দেড় লাখ নতুন শিক্ষক নিয়োগের। দু'পর্যায়ে এই স্কুল নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে প্ল্যান অব অ্যাকশনে। কিন্তু তিন বছর পার হতে চললো, এ পর্যন্ত একটি স্কুলও নির্মিত হয়নি আর একজন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। অন্য সব ক্ষেত্রের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেশের উত্তরাঞ্চলের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৯৯৩ সালে পনের লাখেরও বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এছাড়া ২৩ হাজার ৪শ' ৯৪টি গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই ১১ হাজার ৩৬৫টি গ্রামে। এখানকার শিক্ষা বিভাগের অবস্থাও করুণ। দীর্ঘকাল ধরে আড়াই হাজার পদে কোন কর্মচারী নেই।

শুধু দেশের উত্তরাঞ্চল নয়, দেশের বাকি অঞ্চলগুলোর অবস্থাও প্রায় একই। চট্টগ্রাম বিভাগের কথাই ধরা যাক। এ বিভাগে ২শ'রও বেশি স্কুল দীর্ঘদিন ধরে চলছে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে। দু'জন শিক্ষক দিয়ে চলছে শতাধিক স্কুল। সারা দেশের কয়েক শ' স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অবস্থাও করুণ। অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় গমের বরাদ্দ না থাকায় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে। এছাড়া গম নিয়ে কেলেঙ্কারিও কম হয়নি। অনেক স্থানে স্কুলের শিক্ষক ও স্থানীয় টাউট ও মাতব্বররা স্কুলের জন্য প্রদত্ত গম আত্মসাৎ করায় ছাত্ররা গম পায়নি। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দু'হাজার সাল নাগাদ সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্দেশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চার করা। কিন্তু এ উদ্যোগের সুফল কি পাওয়া যাবে এখনও অনিশ্চিত। এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গৃহীত সব পদক্ষেপই যে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে সে কথা অনেকটা নিশ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষার এই অবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ উচ্চ শিক্ষার জন্য যত ব্যবস্থাই গৃহীত হোক না কেন তাতে স্বনির্ভর জাতি গঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কখনও অর্জিত হবে বলে মনে হয় না। কাজেই সরকারের উচিত হবে অন্যান্য কর্মসূচীর সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।